ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজসমূহে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি নির্দেশিকা

(ভর্তি পরীক্ষাঃ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭, শুক্রবার, সকাল ১০:০০টা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজসমূহে ৪ বছর মেয়াদী কোর্সে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীদের দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

অঙ্গীভূত কলেজসমূহঃ

কলেজের নাম	ঠিকানা	কলেজের ধরন	বাৎসরিক আনুমানিক খরচ
(১) গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	আজিমপুর, ঢাকা ৫৮৬১১৩০৮, ৯৬৬১৮০০, ৯৬৬০২১১ www.govhec.edu.bd	সরকারি	৫০০০ টাকা
(২) বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	১৪৬/৪ গ্রীনরোড, ঢাকা ৯১৪১৩৩৩, ৯১২৮৫২১, ০১৭১৫০৬১৩৬৯, ০১৭০৩১৯৭৩২৭, ০১৭১৬১৬০৬৮৬ bangladeshhomeeconomicscollege1996.edu.bd	বেসরকারি	৪৫০০০ টাকা ভর্তি ফি ৫০০০ (একবার প্রদেয়)
(৩) ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকনমিক্স	৮/৫-এ, ব্লক-সি লালমাটিয়া, ঢাকা ১২০৭ ৮১০০২৪৫, ০১৯১৯৪২৭৯৫৯, ০১৭২০১১৭২৩৬ www.nationalche.com	বেসরকারি	২৫৭৫০ টাকা ভর্তি ফিঃ৫০০০ (একবার প্রদেয়)
(৪) ময়মনসিংহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	৫৩, বাউন্ডারী রোড, ময়মনসিংহ ০১৭১৪০৯৪৭৮৪, ০১৭১১৩১৯৩৯১	বেসরকারি	৩০০০০ টাকা ভর্তি ফিঃ ৫০০০ (একবার প্রদেয়)

** বিঃ দ্রঃ উপর্যুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত কলেজসমূহের শুধুমাত্র ভর্তি কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। কলেজসমূহর বি এস ও এম এস শ্রেণির সিলেবাস প্রণয়ন ও পরীক্ষাসমূহ জীববিজ্ঞান অনুষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ডিগ্রীসমূহের সনদপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজসমূহে স্নাতক (সম্মান) বিভাগসমূহ

১। খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান **(Food & Nutrition)**

বর্তমান বিশ্বে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে যে বিষয়গুলোর ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে তার মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিষয়টি অন্যতম। এই বিষয়টিতে ফলিত পুষ্টি, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গণপুষ্টি, পথ্যবিদ্যা, উচ্চতর পুষ্টি বিজ্ঞান, ক্লিনিক্যাল ও থেরাপিউটিক নিউট্রিশন, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং গবেষণাসহ গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত আধুনিক ও যুগোপযোগী কোর্সসমূহের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান দেয়া হয়। বিভাগের ছাত্রীরা পুষ্টিবিদ, পথ্যবিদ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক গবেষক, শিক্ষক, খাদ্য ব্যবস্থাপক হিসেবে ক্যারিয়ার গঠন করতে পারে।

২। সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্টারপ্রেনরশিপ **(Resource Management and Entrepreneurship)**

বিষয়টিকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে তুলনা করা যায়। বিষয়টি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার, জ্বালানীর সংকট দূরীকরণে বিকল্প সম্পদের ব্যবহার, এন্টারপ্রেনরশিপ, ভোগ অর্থনীতি, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং সর্বক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার শিক্ষা দেয়। এছাড়া দেশে সম্পদ ব্যবস্থাপনা, গৃহায়ন সমস্যার সমাধানে গবেষণালব্ধ শিক্ষা, ইন্টেরিয়র ও এক্সটেরিয়র ডিজাইন সম্পর্কে জ্ঞান দান এ শিক্ষার অন্যতম দর্শন। বিষয়টির জ্ঞান বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যবসা প্রশাসন, পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, ইন্টেরিয়র ডিজাইন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি করে।

৩। শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক **(Child Development & Social Relationship)**

শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। এ বিভাগে শিশুর জন্মপূর্ব বিকাশ হতে শুরু করে জন্ম পরবর্তী সময় অর্থাৎ মানব জীবনের প্রত্যেকটি ধাপের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পাঠদান করা হয়। সুস্থ সবল ও পরিপূর্ণ শিশু জন্মদানের লক্ষ্যে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে পিতা মাতা ও পরিবারের অন্যান্যদের সচেতনতা, বিভিন্ন বয়সে শিশুর বৈশিষ্ট্য, শিশু পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশুর চাহিদাকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশে সমবয়সী দলের প্রভাব, বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর বৈশিষ্ট্য ও পরিচালনা সম্পর্কে পাঠদান করা হয়। শিশুর সামাজিক বিকাশের বাধাসমূহ চিহ্নিত করা ও তাদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনা, বয়ঃসন্ধিক্ষণ বয়সে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনে পিতা মাতার সঠিক পরিচালনা ও পরামর্শ দান, শিশু শিক্ষা দানের সঠিক পদ্ধতি, মেয়েদের অধিকার এবং সুচিন্তিত পরিবার গঠনে সচেতন করা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পাঠদান করা হয়। এই বিভাগের ছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডার ও ননক্যাডারের সরকারি চাকুরি, শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন হাসপাতালের শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশু সংক্রান্ত কাউন্সিলিং, নার্সারী এডুকেশন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও অটিস্টিক শিশুর শিক্ষা ও পরিচালনা, ইসিডি কার্যক্রম, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে।

৪। শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা **(Art and Creative Studies)**

Visit commontarget.net regularly to get latest Education News

শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য জীবনভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব সর্বকালে সর্বলোকের কাছে সমাদৃত। যে শিক্ষার সাথে জীবনের এবং প্রয়োজনের সম্পর্ক নেই সেটি পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা নয়। শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা জীবনের বহুমুখী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চারু ও কারুশিল্পের সুষম সমন্বয়ে সৃজনশীল কল্পনাশক্তির মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ ও যথাযথ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় সর্বদা নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার সাথে জীবনের সম্পর্ক স্থাপন- এটাই এই বিভাগের মুলমন্ত্র। শিল্পের উদ্ভব, বিকাশ, শিল্পের মাধ্যমে একটি জাতির উন্নয়ন ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা, আমাদের দেশীয় শিল্প ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণ সর্বোপরি শিল্পের মান উন্নয়নে শিল্পনীতি এবং শিল্প উপাদানের সমন্বয়ে হাতে কলমে শিল্প তৈরির কৌশলগুলো শেখানো অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে শিল্পকে জানার জন্য তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক এবং গবেষণাধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা বিভাগে। এই বিভাগের শিক্ষাক্রমকে আরো বাস্তবমুখী করার জন্য রয়েছে সেমিনার, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, শিক্ষা সফর ইত্যাদি। শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রী অর্জন করে সর্ব পর্যায়ে শিক্ষকতা, গবেষণা, কুটির শিল্প সংস্থা পরিচালনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা, পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী কেন্দ্র, ডিসপ্লে সেন্টার, বিজ্ঞাপন সংস্থা, যাদুঘর, ডিজাইন সেন্টার, মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান, তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠান. টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, টেক্সটাইল প্রিন্টিং সেন্টার, আবাসিক ঘরবাড়ি, অফিস ও হোটেলের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন এবং ফ্যাশন ডিজাইনিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে নিজস্ব স্বাধীন ব্যবসায় নিয়োজিত হবার ক্ষমতা অর্জন করা যায়। তাই, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানদন্ড তৈরি করে বিশ্ব মানচিত্রে দেশকে তুলে ধরার জন্য শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫। বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প **(Clothing & Textile)**

আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে আমাদের দেশে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের বিপুল বিস্তার ঘটায় বিভাগটির গুরুত্ব বেড়েছে। এটি একটি যুগোপযোগী শিক্ষা। বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প বিষয়ের পাঠ্যক্রমে তন্তুর উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য, নির্বাচন ও সনাক্তকরণ থেকে শুরু করে বস্ত্র বয়ন, ছাপা, রং করা ও সমাপ্তিকরণ সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়। এ ছাড়া এখানে ফ্যাশন ডিজাইনিং ও গার্মেন্টস টেকনোলজির বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ শিক্ষা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কর্মক্ষেত্র বাছাইয়ে অত্যন্ত সহায়ক। এ বিষয়ের জ্ঞান সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও বস্ত্র ও পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিজাইনার, প্রিন্টিং ও ডাইং বিশেষজ্ঞ, বুটিক শিল্পে ফ্যাশন ডিজাইনার, মারচেনডাইজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোলার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ ঘটায়।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজসমূহের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা (কোটা ব্যতীত)

কলেজ	ভর্তির বিষয়	আসন সংখ্যা
গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ আজিমপুর, ঢাকা	খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান	২০০
	সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্টারপ্রেনরশিপ	২০০
	শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	২০০
	শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	২০০
	বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	২০০
বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ১৪৬/৪, গ্রীনরোড, ঢাকা	খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান	১৫০
	সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্টারপ্রেনরশিপ	১০০
	শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	১০০
	শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	১০০
	বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	১০০
ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকনমিক্স ৮/৫-এ, ব্লক-সি লালমাটিয়া, ঢাকা ১২০৭	খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান	১৫০
	সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্টারপ্রেনরশিপ	১০০
	শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	১০০
	শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	১০০
	বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	১০০
ময়মনসিংহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ৫৩, বাউন্ডারী রোড, ময়মনসিংহ	খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান	৫০
	সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্টারপ্রেনরশিপ	৫০
মোট		২২০০

আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা

৬। ২০১২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক বা সমমানের এবং ২০১৭ সালের বাংলাদেশের যেকোনো শিক্ষা বোর্ডের/উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক অথবা কারিগরি/মাদ্রাসা বোর্ড/ A-Level বা সমমানের বিদেশি ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের গ্রেডভিত্তিক পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয় সহ প্রাপ্ত জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৪.০ হতে হবে। কিন্তু সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল বিজ্ঞান ও **ব্যবসায় শিক্ষার** ক্ষেত্রে ৬.৫, **মানবিক** এর ক্ষেত্রে ৬.০ এবং **গার্হস্থ্য অর্থনীতির** ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫.০ হতে হবে। তবে কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ২.০০-এর নিচে হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। GCE বা বিদেশি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সমতা নিরূপণকৃত গ্রেড গণনা করতে হবে।

৭। যে-সকল প্রার্থী ২০১২ অথবা তার পরে পাসকৃত IGCSE O- Level পরীক্ষায় অন্তত ৫টি বিষয়ে ২০১৭ সনের A-Level পরীক্ষায় অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে (O-Level ও A- Level-এর সর্বশেষ পরীক্ষার সনকে উক্ত পরীক্ষার

Visit commontarget.net regularly to get latest Education News

পাশের বছর হিসেবে ধরা হবে) এবং উপর্যুক্ত ৭টি বিষয়ের মধ্যে যারা ৪টি বিষয়ে অন্তত C গ্রেড, অপর ৩টি বিষয়ে অন্তত D গ্রেড পেয়েছে তাদেরকে এবং অন্যান্য ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থীগণকে ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদনের পূর্বেই ডিন, জীববিজ্ঞান অনুষদের অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সমতা নিরূপণের জন্য অগ্রণী ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় নির্ধারিত ফি ১০০০/- জমা প্রদানের রসিদসহ জমা দিতে হবে। ডিন কর্তৃক প্রদত্ত সমতা নিরূপণের সার্টিফিকেটে উল্লিখিত 'Equivalence ID' ব্যবহার করে সাধারণভাবে ভর্তির আবেদন করতে হবে।

প্রাথমিক আবেদনপত্র

৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকনমিক্স ও ময়মনসিংহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ-এ ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ১০ অক্টোবর ২০১৭ দুপুর ২:০০টা হতে ১২ নভেম্বর ২০১৭ দুপুর ২:০০টার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে এবং ৩১/১২/২০১৭ তারিখে আবেদনকারীর বয়স ২২ বৎসরের অধিক হবে না। ভর্তির নির্দেশিকা অনলাইনে পাওয়া যাবে।

৯। অনলাইনে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের জন্য আবেদনকারীর করণীয়:

ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ওয়েবসাইট (http://admission.eis.du.ac.bd) এ ভর্তির সাধারণ নির্দেশাবলী থাকবে। এই সাইটে আবেদনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ইউনিট-এর ভর্তিসংক্রান্ত নির্দেশিকা, নোটিশ এবং লিঙ্কসমূহ দেখতে পাবে। আবেদন করার পূর্বে ভর্তিসংক্রান্ত নির্দেশিকা ও ওয়েবসাইট নির্দেশিকা ভালো করে পড়তে হবে।

খ) গার্হস্থ্য অর্থনীতি **ইউনিট-এ** ভর্তির আবেদন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ওয়েবসাইট-এর **'আবেদন/লগইন'** বাটনে ক্লিক করতে হবে।

গ) **'আবেদন/লগইন'** বাটনে ক্লিক করার পর **'আবেদন/লগইন'** এর তথ্যের পাতায় আবেদনকারীর উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর, পাসের সন ও বোর্ডের নাম এবং **মাধ্যমিক বা সমমানের** পরীক্ষার রোল নম্বর প্রদান করে **"অগ্রসর হোন"** বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং পরবর্তী পাতায় আবেদনকারীর উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার তথ্যাবলি দেখা গেলে **'নিশ্চিত করছি'** বাটন-এ ক্লিক করতে হবে।

ঘ) আবেদনকারী ইতোমধ্যে কোনো ইউনিটে আবেদন না করে থাকলে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনকারীর নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে **ছবি, ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর** ও কোটার তথ্য চাওয়া হবে।

ঙ) ছবি এবং অন্যান্য তথ্যাবলি দেয়া হলে পরবর্তী পাতায় সেগুলো নিশ্চিত করতে বলা হবে। নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীকে বেসরকারি মালিকানাধীন যেকোনো মোবাইল অপারেটরের নম্বর থেকে একটি এসএমএস ১৬৩২১ নম্বরে পাঠাতে হবে। এসএমএস-টির ফরম্যাট আবেদনকারী সেই পাতায় দেখতে পাবে। এসএমএস-টি পাঠানো হলে ফিরতি এসএমএস-এ আবেদনকারী ৭(সাত) অক্ষরের একটি কনফার্মেশন কোড পাবে। এই কনফার্মেশন কোডটি আবেদনকারী পাতার নির্ধারিত স্থানে দেয়ার পর **'নিশ্চিত করছি'** বাটনে ক্লিক করতে হবে।

চ) সঠিক কনফার্মেশন কোড দেয়া হলে আবেদনের মূলপাতা দেখা যাবে। এই পাতার মাধ্যমে আবেদনকারী আবেদন করে টাকা জমার রসিদ সংগ্রহ করতে পারবে। এ জন্য **'আবেদন'** বাটনে ক্লিক করতে হবে। **'আবেদন'** বাটনে ক্লিক করার পর বাটনটির স্থানে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ)-এর ডাউনলোডের লিঙ্ক পাওয়া যাবে। এছাড়া পরবর্তীতে এই পাতা থেকে আবেদনকারী তার আবেদনকৃত ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ বা আসন বিন্যাস, ফলাফল ইত্যাদি জানতে পারবে।

ছ) উপর্যুক্ত পাতা থেকে 'টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্কে ক্লিক করে রসিদটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে। পেমেন্ট স্লিপটির দুইটি অংশ থাকবে: উপরেরটি আবেদনকারীর অংশ এবং নিচেরটি ব্যাংকের অংশ।

জ) টাকা জমার রসিদের তথ্যসমূহ ও আবেদনকারীর ছবি সঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে। এরপর টাকা জমার রসিদের দুইটি অংশেই নির্ধারিত স্থানে আবেদনকারী স্বাক্ষর করে ১৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে রসিদে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা (ভর্তি পরীক্ষার ফি, অনলাইন সার্ভিস ফি ও ব্যাংক চার্জ) দেশের ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের (জনতা, সোনালী, অগ্রণী ও রূপালী) যেকোনো শাখায় গিয়ে ব্যাংক চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টাকা জমার প্রমাণস্বরূপ টাকা জমার রসিদের আবেদনকারীর অংশ কেটে আবেদনকারীকে ফেরত দিবে।

ঝ) আবেদনকারীর ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালে ইউনিটের **'পেমেন্ট'** কলামে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং আবেদনকারী **২৪ নভেম্বর ২০১৭** তারিখ হতে তার ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে।

ঞ) প্রবেশপত্রে ভর্তি পরীক্ষার Roll Number ও Serial Number থাকবে। প্রবেশপত্রের নির্দেশাবলিতে উল্লিখিত কাগজপত্র নিয়ে আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

ট) আবেদনকারী মাধ্যমিক / উচ্চ মাধ্যমিকের যেকোনো একটিতে বা উভয়টিতে IGCSE (GCE) O-Level/A-Level অথবা সমমানের বিদেশি সার্টিফিকেটধারী হলে তাদের O-Level/A-Level অথবা বিদেশি ডিগ্রির সমতা নিরূপণ (Equivalence) করার পর সমতা নিরূপণ সনদপত্রে উল্লিখিত Equivalence ID মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক রোল নম্বরের স্থানে ব্যবহার করে যথানিয়মে টাকা জমা দেওয়ার রশিদ সংগ্রহ করতে পারবে।

ঠ) IGCSE O-Level/A-Level অথবা সমমানের বিদেশি সার্টিফিকেটধারী আবেদনকারীকে Equivalence করার জন্য ডিন, জীববিজ্ঞান অনুষদের অফিসে তার গ্রেডশীট/ মার্কশীটসমূহের ফটোকপিসহ আবেদন করতে হবে এবং সমতা নিরূপণ ফি প্রদান করতে হবে। সমতা নিরূপণের পর আবেদনকারীকে একটি সমতা নিরূপণ সনদপত্র প্রদান করা হবে এবং উক্ত সনদপত্রে Equivalence ID উল্লেখ থাকবে।

Visit commontarget.net regularly to get latest Education News

ভর্তি পরীক্ষা

১০। ক) ভর্তিচ্ছু সকল প্রার্থীকে ভর্তি-পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

খ) ভর্তি পরীক্ষা ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ শুক্রবার সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। **পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা ।**

গ) ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতিতে হবে। মোট ১২০টি প্রশ্নের জন্য মোট নম্বর হবে ১২০ ।

১১। ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী হবে; এবং

ক) প্রত্যেক প্রার্থীকে বাংলা ও ইংরেজি এবং ২টি নৈর্বাচনিক বিষয়সহ মোট ৪টি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতি বিষয়ের জন্য মোট নম্বর ৩০।

আবশ্যিক বিষয়	যেকোনো ২টি নৈর্বাচনিক বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে			
	বিজ্ঞান	ব্যবসায় শিক্ষা	মানবিক	গার্হস্থ্য অর্থনীতি
বাংলা, ইংরেজি	রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান	হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং (বিপনন), সাধারণ জ্ঞান	অর্থনীতি, পৌরনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান	খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান, ব্যবহারিক শিল্পকলা এবং বস্ত্র ও পোশাক শিল্প, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও গৃহায়ণ এবং শিশু বর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক, সাধারণ জ্ঞান

১২। **ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর ৪৮ । যারা ৪৮ এর কম নম্বর পাবে তাদেরকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না।**

১৩। ভর্তি পরীক্ষার MCQ পদ্ধতির উত্তরপত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহ করা হবে। প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় MCQ ঘর পূরণ করার উপযোগী কালো বলপেন আনতে হবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে কেবল একটি MCQ উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে। অতএব উত্তরপত্র পূরণ করার সময় প্রার্থীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হচ্ছে এবং পূরণ করতে গিয়ে কোন ভুল-ভ্রান্তির দায়-দায়িত্ব প্রার্থীকেই বহন করতে হবে।

১৪। উত্তরপত্রে Roll No. ও Serial No. লেখায় কোনো ঘষামাজা থাকলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৫। পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না। পরীক্ষার হলে প্রার্থীর নিকট মোবাইল ফোন, ব্লু-টুথ বা টেলিযোগাযোগ করা যায় এরূপ যেকোনো প্রকার ডিভাইস সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। পরীক্ষার হলে কোনো প্রার্থীর নিকট এরূপ যেকোনো প্রকার ডিভাইস পাওয়া গেলে, সে ব্যবহার করুক বা না করুক তাকে বহিষ্কার করা হবে।

১৬। ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত আসন বিন্যাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েব সাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) দেখা যাবে। ভর্তি পরীক্ষার আগের দিন প্রার্থীকে তার Roll No. ও Serial No. অনুসারে পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান ও সময় অবশ্যই নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হবে। নির্ধারিত আসনে পরীক্ষা না দিলে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে না।

মেধাস্কোর ও মেধাক্রম

১৭। ক) মোট ২০০ নম্বরের **ভিত্তিতে প্রার্থীদের অর্জিত** মেধাস্কোরের ক্রমানুসারে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। এজন্য মাধ্যমিক/O-Level বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত/হিসাবকৃত (৪র্থ বিষয় সহ) জিপিএ কে ১৫%; উচ্চ মাধ্যমিক/A-Level বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত/হিসাবকৃত (৪র্থ বিষয় সহ) জিপিএ কে ২৫% এবং ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে ৬০% আপেক্ষিক গুরুত্ব দিয়ে ২০০ নম্বরের মধ্যে মেধাস্কোর নির্ণয় করে তার ক্রমানুসারে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে।

খ) মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরি করা হবে :

(১) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোর,

(২) HSC/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without 4th Subject,

(৩) HSC/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4th Subject,

(৪) SSC/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4th Subject,

গ) O-Level এবং A-Level পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের গ্রেড পয়েন্ট নিম্নরূপ ধরে জিপিএ হিসাব করা হবে;

A=5.0 B= 4.0 C=3.5 D=3.0

ঘ) যারা ভর্তি পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবে অথবা ৪৮-এর কম নম্বর পাবে তাদের মেধাস্কোর হিসাব করা হবে না।

১৮। মেধাস্কোরের ভিত্তিতে নির্ণীত মেধাক্রম অনুযায়ী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধা তালিকা ডিন, জীববিজ্ঞান অনুষদের অফিসে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ৫ দিনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। ফলাফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটেও (http://admission.eis.du.ac.bd) পাওয়া যাবে।

১৯। মেধা তালিকা প্রকাশের তারিখ থেকে পাঁচ কার্য দিবসের মধ্যে কার্জন হল এলাকার অগ্রণী ব্যাংকের শাখায় ১০০০ টাকা নিরীক্ষা ফিস জমা দিয়ে ডিন, জীববিজ্ঞান অনুষদ বরাবর আবেদন করে প্রার্থীর উত্তরপত্র নিরীক্ষা করানো যাবে। নিরীক্ষার ফলে প্রার্থীর অর্জিত নম্বরের পরিবর্তন হলে নিরীক্ষা ফি ফেরৎ দেওয়া হবে এবং মেধা তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেওয়া হবে।

Visit commontarget.net regularly to get latest Education News

২০। বিভিন্ন কলেজে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা:

কলেজ	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের জিপিএর যোগফল (৪র্থ বিষয় সহ)	ভর্তির বিভাগ	বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা	মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও কারিগরি শাখা
গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ আজিমপুর, ঢাকা	বিজ্ঞানঃ ৬.৫ মানবিকঃ ৬.০ ব্যবসায় শিক্ষাঃ ৬.৫ (প্রতি শাখায় যেকোনো পরীক্ষায় অন্যূন ৩.০) গার্হস্থ্য অর্থনীতিঃ ৫.০	খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান	যোগ্য	যোগ্য নয়
		সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্টারপ্রেনরশিপ	যোগ্য	যোগ্য
		শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	যোগ্য	যোগ্য
		শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	যোগ্য	যোগ্য
		বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	যোগ্য	যোগ্য নয়
বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ১৪৬/৪, গ্রীনরোড, ঢাকা	বিজ্ঞানঃ ৪.০ মানবিকঃ ৪.০ ব্যবসায় শিক্ষাঃ ৪.০ গার্হস্থ্য অর্থনীতিঃ ৪.০	খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান	যোগ্য	যোগ্য নয়
		সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্টারপ্রেনরশিপ	যোগ্য	যোগ্য
		শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	যোগ্য	যোগ্য
		শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	যোগ্য	যোগ্য
		বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	যোগ্য	যোগ্য নয়
ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকনমিক্স ৮/৫-এ, ব্লক-সি লালমাটিয়া, ঢাকা	বিজ্ঞানঃ ৪.০ মানবিকঃ ৪.০ ব্যবসায় শিক্ষাঃ ৪.০ গার্হস্থ্য অর্থনীতিঃ ৪.০	খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান	যোগ্য	যোগ্য নয়
		সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্টারপ্রেনরশিপ	যোগ্য	যোগ্য
		শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	যোগ্য	যোগ্য
		শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	যোগ্য	যোগ্য
		বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	যোগ্য	যোগ্য নয়
ময়মনসিংহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ৫৩, বাউন্ডারী রোড ময়মনসিংহ	বিজ্ঞানঃ ৪.০ মানবিকঃ ৪.০ ব্যবসায় শিক্ষাঃ ৪.০ গার্হস্থ্য অর্থনীতিঃ ৪.০	খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান	যোগ্য	যোগ্য নয়
		সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্টারপ্রেনরশিপ	যোগ্য	যোগ্য

২১। মেধা তালিকা প্রকাশের পর নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অনলাইনে Choice ফরম পূরণ করতে হবে। পরবর্তীতে Choice এবং ভর্তি পরীক্ষার মেধা ও ভর্তির যোগ্যতা অনুযায়ী শুধুমাত্র সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে বিভাগ বন্টনের তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) দেখা যাবে। সেই অনুযায়ী SSC এবং HSC এর মূল নম্বরপত্রী ডিন অফিসে জমা দিতে হবে। বেসরকারি তিনটি কলেজে (বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকনমিক্স, ময়মনসিংহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ) উত্তীর্ণ ছাত্রীগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী কলেজ ও বিভাগে মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

২২। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান (নাতি-নাতনীসহ), উপজাতি, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধি (দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ) ও খেলোয়ার (শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীরা) কোটায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। যারা অনলাইনে আবেদন করার সময় কোটায় টিক দিবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, কেবল তারাই ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর পুনরায় আবেদন করতে পারবে। আবেদনের নিয়মাবলী ফলাফল প্রকাশের পর অনলাইনে নোটিশের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র, আদিবাসী কোটার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব আদিবাসীর প্রধান/জেলা প্রশাসন-এর সনদপত্র, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় কোটার ক্ষেত্রে হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় সংগঠন প্রধানের সনদপত্র, প্রতিবন্ধিদের (দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ) ক্ষেত্রে সঠিকতার সনদপত্র একং খেলোয়ার কোটার ক্ষেত্রে বিকেএসপি কর্তৃক প্রদত্ত সনদ জমা দিতে হবে। কোটার সপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে জীববিজ্ঞান অনুষদের অফিসে জমা দিতে হবে ।

বিবিধ

২৩। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কোনো রির্পোট থাকলে প্রার্থীর পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে ।

২৪। ভর্তি প্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ে এমন কি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও ভর্তির জন্য প্রদত্ত তথ্যাদিতে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে অথবা যদি দেখা যায় যে, প্রার্থীর ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, তাহলে প্রার্থীর ভর্তি-পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি এবং/অথবা ভর্তি-পরীক্ষা এবং/অথবা বিভাগ মনোনয়ন বাতিল করা হবে।

২৫। ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ম-নীতির যেকোনো ধারা ও উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

অনলাইনে ভর্তির আবেদন	: ১০ অক্টোবর ২০১৭ থেকে ১২ নভেম্বর ২০১৭
প্রবেশপত্র সংগ্রহের তারিখ	: ২৪ নভেম্বর ২০১৭ থেকে
পরীক্ষার তারিখ	: ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭, শুক্রবার, সকাল ১০:০০ – ১১:০০ টা
ফল প্রকাশ	: ভর্তি পরীক্ষার ৫ দিনের মধ্যে

ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

জীববিজ্ঞান অনুষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফোনঃ ৯৬৬১৯০০-৭৩ এক্স: ৪৩৫৫, ৪৩৫৬

Visit commontarget.net regularly to get latest Education News